ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে

আদি পর্ব : প্রথম খণ্ড

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
এম. এ. ; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপক ; পি. এইচ. ডি. ;
মুআট পদক প্রাপক ; প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয়
ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সাহিত্যলোক
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

সূচিপত্র

নিবেদন : চতুর্থ সংস্করণ ৭

নিবেদন : তৃতীয় সংস্করণ ৮

নিবেদন : দ্বিতীয় সংস্করণ ৯

নিবেদন : প্রথম সংস্করণ ১০—১২

প্রথম অধ্যায় : দেশ পরিচয় ১৯—৩৪

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পৌরাণিক তথ্য ১৯। ভারতবর্ষ নামকরণের যৌক্তিকতা ১৯। ভৌগোলিক বিভক্তিকরণ ২০। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ২১—জন-জীবন ২১, হিমালয়ের প্রভাব ২১। উত্তর ভারতের সমভূমি ২২—আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও জন-জীবন ২২। মধ্য ভারতের উচ্চভূমি ২৩—আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ২৪। পশ্চিম ভারতের মরু অঞ্চল ২৪। পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি ২৪—খনিজ সম্পদ ২৫। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ২৫। উত্তর ও দক্ষিণের স্বাতন্ত্র্য ও ঐকতান ২৫। উপকূলীয় সমভূমি ২৬—উপকূলের গুরুত্ব ২৭। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেশবিভাগ-বর্ণনা ২৭। ভারতীয় চরিত্রের কয়েকটি দুর্বল দিক ২৯। প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার ৩০। ভারতীয় জনতত্ত্ব ৩১—ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদান ৩২।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইতিহাসের সংজ্ঞা ও ইতিহাসের উপাদান ৩৫—৬৩

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-চেতনা ও তার স্বরূপ ৩৫। ঐতিহাসিকদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কল্‌হণ ৩৬। বৈদিক সাহিত্য ৩৬। রামায়ণ-মহাভারত ৩৭। পুরাণ ৩৯। স্মৃতিশাস্ত্র ৪০। ভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ ৪০। জীবনকথা ও স্থানীয় ইতিবৃত্ত ৪৩। বৌদ্ধ সাহিত্য ৪৫। জৈন সাহিত্য ৪৫। তামিল সাহিত্য ৪৫—তামিল মহাকাব্য ৪৬। বিদেশি সাহিত্য ৪৬—গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য ৪৬, চৈনিক সাহিত্য ৪৭, তিব্বতি সাহিত্য ৪৮, আরবি ও পারসি সাহিত্য ৪৯। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ৫০—লেখমালা ৫০, মুদ্রা ৫০, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা ৫৬। অনুসন্ধান ও উৎখনন ৫৯, প্রত্নতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ৬১, কাল-নিরূপণ ৬১। সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্ব ৬১। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান ৬২।

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাগৈতিহাসিক যুগ ৬৪—১৩৪

অবতরণিকা ৬৪। সংজ্ঞা ও পর্ব-উপপর্ব বিভাগ ৬৪। পুরাপ্রস্তর পর্ব ৬৫—নিম্নপুরাপ্রস্তর উপপর্ব ৬৭, মধ্যপুরাপ্রস্তর উপপর্ব ৭০, উচ্চপুরাপ্রস্তর উপপর্ব ৭০। মধ্যপ্রস্তর (Mesolithic) বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় (Microlithic) পর্ব ৭১। নবপ্রস্তর বা নবাশ্মীয় পর্ব ৭৫। তাম্রাশ্মীয় পর্ব ৮৩—আদি তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি ৮৩। হরপ্পা সভ্যতা ৮৬—আবিষ্কার ও ভৌগোলিক সীমা ৮৬, কাল-নির্ণয় ৮৮, নগর-পরিকল্পনা ৯০, কৃষিকার্য ৯৩, পশুপালন ৯৫, কারিগরি ও প্রযুক্তি ৯৬, ব্যবসা-বাণিজ্য ৯৭, ওজন ও পরিমাপক ১০০, যান-বাহন ব্যবস্থা ১০০, ধর্ম-ব্যবস্থা ১০১, সমাজ-জীবন ১০৪, রাজনৈতিক জীবন ১০৬, শিল্পধারা ১০৬, সিলমোহর ও লিপি ১০৭, মৃতের সৎকার ও সমাধি ১০৯, স্রষ্টা ১১০, পতন ১১২, ধোলাবিরা ১১৭, ভারতীয় সংস্কৃতিতে হরপ্পা সভ্যতার অবদান ১১৭। হরপ্পার সমকালীন তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি ১১৮—আহার সংস্কৃতি ১১৮, কায়থা সংস্কৃতি ১১৯, গৈরিক মৃৎপাত্র সংস্কৃতি ১১৯ ; হরপ্পা-উত্তর তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি ১২০—উত্তর-পশ্চিম ভারত ১২১, পশ্চিম ভারত ১২২, মধ্য ভারত ১২৫, দক্ষিণ ভারত ১২৬, উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকা ১২৬, পূর্ব ভারত ১২৭। লৌহযুগের সূচনা, সংশ্লিষ্ট সমাধি ও মৃৎশিল্প ১২৮—চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি ১২৯, মহাশ্মীয় সমাধি সংস্কৃতি ১৩২।

চতুর্থ অধ্যায় : আর্য-সমস্যা ও বৈদিক সাহিত্য ১৩৫—১৪৭

আর্য কারা? ১৩৫। আর্য-ভাষাগোষ্ঠী ১৩৫। আদি আর্যভূমি ও ভারতবর্ষ ১৩৫। আদি আর্যভূমি ও ইউরোপ ১৩৯। আদি আর্যভূমির অবস্থান সম্পর্কে অন্য কয়েকটি মত ১৪০। আর্যদের অভিপ্রয়াণ

১৪২। বৈদিক সাহিত্য ১৪৪—সংহিতা ১৪৪, ব্রাহ্মণ ১৪৫, আরণ্যক ১৪৬, উপনিষদ্ ১৪৬, বেদাঙ্গ ১৪৬।

পঞ্চম অধ্যায় : ঋগ্‌বেদের যুগ ১৪৮—১৬৬

ভূমিকা ১৪৮। আর্যবসতি ১৪৮। উপজাতিবৃন্দ ১৫০। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ১৫২। সমাজ-ব্যবস্থা ১৫৪। অর্থনৈতিক জীবন ১৫৭। ধর্মীয় জীবন ১৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় : পরবর্তী বৈদিক যুগ ১৬৭—১৮৬

সময়-সীমা ১৬৭। আর্যবসতি-বিস্তার ১৬৭, জনপদের পত্তন ও রাজ্যের উদ্ভব ১৬৮। কুরু-পঞ্চালাদি রাজ্য ও কয়েকজন বিখ্যাত রাজা ১৬৮। রাজকীয় অভিধা ১৬৯। রাজনৈতিক জীবন ১৬৯—শক্তিশালী রাজতন্ত্র ১৬৯, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ১৬৯, রাজশক্তির সীমাবদ্ধতা ১৭০, আমলাতন্ত্র ১৭০, বিচার-ব্যবস্থা ১৭১, রাজস্ব ১৭১। সমাজ-জীবন ১৭১—জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ ১৭২, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ১৭২, বৈশ্য ও শূদ্র ১৭৩, ব্রাত্য ও নিষাদ ১৭৩, নারী ১৭৪, বিনোদন ১৭৫, খাদ্য ও পানীয় ১৭৫, পোশাক-পরিচ্ছদ ১৭৫, বিবাহ-ব্যবস্থা ১৭৬, আশ্রম-ব্যবস্থা ১৭৬, লিপির আবিষ্কার ১৭৭। অর্থনৈতিক জীবন ১৭৭—কৃষির বিকাশ ১৭৭, শিল্পের উন্নতি ১৭৮, উত্তরকালীন বৈদিক যুগ ও চিত্রিত ধূসর সংস্কৃতি ১৭৯। গন্ধার-সমাধি সংস্কৃতি ১৮০। বৃত্তি ১৮১, ব্যবসা-বাণিজ্য ১৮১, বিনিময়-মাধ্যম ১৮২, জমির মালিকানা ১৮২। ধর্মীয় জীবন ১৮৩—দেব-দেবী ১৮৩, প্রজাপতি-ইন্দ্র-বরুণ ১৮৩, রুদ্র-শিব ১৮৩, বিষ্ণু-বাসুদেব-কৃষ্ণ ১৮৪, অভিচার-ইন্দ্রজাল ১৮৪, পুরোহিতের মর্যাদা ও শ্রেণিবিভাগ ১৮৪, একেশ্বরবাদ ১৮৪, জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদ ১৮৫, যজ্ঞের প্রতি বিরূপতা ১৮৫, জড়বাদ ১৮৫। বিজ্ঞানে অগ্রগতি ১৮৫। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্যদের অবদান ১৮৬।

সপ্তম অধ্যায় : প্রতিবাদী ও সংস্কারধর্মী আন্দোলন ১৮৭—২২০

ভূমিকা ১৮৭। প্রতিবাদী আন্দোলনের পটভূমি ১৮৭। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম ১৮৮—বুদ্ধদেবের জীবনী ১৮৯, বুদ্ধদেবের সময় ১৯১। বুদ্ধের ধর্মমত বা বৌদ্ধধর্ম ১৯২, বৌদ্ধসংঘ ১৯৫, সংঘের ইতিহাস ১৯৬, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ১৯৭, বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কারণ ২০১, বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কারণ ২০২। জৈনধর্ম ২০৪—পার্শ্বনাথের জীবনী ২০৫, মহাবীরের জীবনী ২০৫, জৈনধর্মের মূলতত্ত্ব ২০৭, স্যাদ্‌বাদ ২০৮, অনেকান্তবাদ ২০৯, জৈনসংঘ ২১০, জৈন সাহিত্য ২১০, ভারতের বাইরে জৈনধর্ম প্রসার না হওয়ার কারণ ২১১, জৈনধর্মের জনপ্রিয়তার কারণ ২১১। আজীবিক ধর্ম ২১১—মংখলিপুত্ত গোসাল ও তাঁর ধর্মমত ২১১। প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের সাফল্যের কারণ ২১২। সংস্কারধর্মী আন্দোলন ২১৩—ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্ম ২১৪, শৈবধর্ম ২১৪, গৌণ দেব-দেবী ২১৫। আস্তিক দর্শন ২১৫—সাংখ্য-দর্শন ২১৫, যোগ-দর্শন ২১৬, ন্যায়-দর্শন ২১৬, বৈশেষিক-দর্শন ২১৭, পূর্ব মীমাংসা ২১৮, উত্তর মীমাংসা ২১৮। লোকায়ত বা চার্বাক-দর্শন ২১৯।

অষ্টম অধ্যায় : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে ভারত ২২১—২৫১

রাজনৈতিক অবস্থা ২২১। ষোড়শ মহাজনপদ ২২১—কাশী ২২১, কোসল ২২১, অঙ্গ ২২২, বৎস ২২৩, কুরু ২২৩, পঞ্চাল ২২৪, মৎস্য ২২৪, শূরসেন ২২৪, অশ্মক বা অশ্বক ২২৪, অবন্তি ২২৪, গন্ধার ২২৫, কাম্বোজ বা কম্বোজ ২২৫, চেদি বা চেতি ২২৫, মগধ ২২৬, বৃজি ২২৬, মল্ল ২২৭, আরও কয়েকটি গণরাজ্য ২২৭, দক্ষিণ ভারত ২২৭। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ২২৮—রাজা ২২৮, আমলাতন্ত্র ২২৮, বিচার-ব্যবস্থা ২২৮, রাজস্ব ২২৮, রাজার শক্তিবৃদ্ধি ২২৮, সংঘ বা গণরাষ্ট্র ২২৯, সংঘমুখ্য ২২৯, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পরিষৎ ২২৯, বিচার-ব্যবস্থা ২২৯, বুদ্ধ ও গণরাষ্ট্র ২৩০। সমাজ-জীবন ২৩০—ক্ষত্রিয় ২৩০, ব্রাহ্মণ ২৩০, বৈশ্য-গৃহপতি-কুটুম্বিক ২৩১, শূদ্র ২৩২, সংকর জাতি ২৩৩, দাসপ্রথা ২৩৩, চতুরাশ্রম ২৩৩, বিবাহ-ব্যবস্থা ২৩৪, নারী ২৩৫,

বিদ্যাচর্চা ২৩৫, ভাষা ও সাহিত্য ২৩৬—প্রাকৃত সাহিত্য ২৩৬, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য ২৩৬। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ২৩৬। অর্থনৈতিক জীবন ২৩৭—জমির মালিকানা ২৩৮, কৃষির যন্ত্রপাতি ২৩৮, খাদ্য-শস্য ২৩৯, সেচ ও ফলন ২৪০, বয়ন-শিল্প ২৪০, লৌহ শিল্প ২৪০, মৃৎশিল্প ২৪১, অন্যান্য শিল্প ২৪১, বৃত্তির দ্বিধাবিভাজন ২৪২, শিল্পের স্থানীয়করণ ২৪২, ব্যবসা-বাণিজ্য ২৪২, যোগাযোগ ব্যবস্থা ২৪২, সামুদ্রিক বাণিজ্য ২৪৩, গিল্ড বা পেশাদারি সংগঠন ২৪৩, মুদ্রার প্রচলন ২৪৪, তৌল রীতি ২৪৬, নগরায়ণের বিকাশ ২৪৭।

নবম অধ্যায় : মগধের অভ্যুত্থান ২৫২—২৬২

মগধের অবস্থান ২৫২। মগধের অভ্যুত্থানের কারণ ২৫২। বিম্বিসার ২৫৩। অজাতশত্রু ২৫৫। অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারিগণ ২৫৭। শিশুনাগ ২৫৮। কাকবর্ণ-কালাশোক ২৫৮। মহাপদ্ম-উগ্রসেন ২৫৯। মহাপদ্মের উত্তরাধিকারিগণ ২৬১। কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ও তাদের সম্ভাব্য তারিখ ২৬২।

দশম অধ্যায় : ভারতে বৈদেশিক অভিযান ২৬৩—২৮০

পারসিক অভিযান ২৬৩—হখামনিষীয় রাজবংশ ২৬৩, কুরু ও ভারতবর্ষ ২৬৩, ক্যাম্বাইসেস ২৬৪, উত্তর-পশ্চিম ভারতে দারয়বৌষের আধিপত্য ২৬৪, ক্ষয়ার্ষা ও ভারতবর্ষ ২৬৫, প্রথম ক্ষয়ার্ষার উত্তরাধিকারিগণ ২৬৬, হখামনিষীয় শাসনের অবসান ২৬৬, ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পারসিক প্রভাব ২৬৭। আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযান ২৬৯—পারস্য-অভিযান ২৬৯, ভারত-অভিযানের উদ্দেশ্য ২৬৯, উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ২৭০, আলেকজান্ডারের অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ ২৭৩, কাবুল অববাহিকায় আলেকজান্ডার ২৭৩, সিন্ধু নদ অতিক্রম ২৭৪, জ্যেষ্ঠ পুরুর সঙ্গে সংঘর্ষ ২৭৪, বিপাশা নদী পার না হওয়ার কারণ ২৭৬, আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তন ২৭৬, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ২৭৭, ম্যাসিডোনীয় আধিপত্যের বিলোপ ২৭৭, অভিযানের ফলাফল ২৭৮। কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ও তাদের সম্ভাব্য তারিখ ২৮০।

একাদশ অধ্যায় : চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার ২৮১—২৯৬

মৌর্যদের পরিচয় ও মৌর্য নামকরণ ২৮১—মৌর্যদের জাতি-পরিচয় ২৮১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ২৮১—নন্দ রাজবংশের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্ক (?) ২৮১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বাল্য-জীবন ২৮২, অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ২৮২, সৈন্য ও মিত্র সংগ্রহ ২৮৩, রাজ্য জয় ২৮৩, ম্যাসিডোনীয়দের বিরুদ্ধে জয় ২৮৪, মগধ অধিকার ২৮৪, রাজ্যের বিস্তার ২৮৫, সেলুকাসের সঙ্গে সংঘর্ষ ২৮৬, চন্দ্রগুপ্তের শেষজীবন ২৮৭। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন সম্পর্কে মেগাস্থিনিস ২৮৮—রাজধানী পাটলিপুত্র ২৮৯, সামাজিক বিভাগ ২৮৯, জন-জীবনের অন্যান্য কয়েকটি দিক ২৯০, ইন্ডিকার মূল্যায়ন ২৯০। অর্থশাস্ত্র ও তার রচনাকাল ২৯১—শাসন-ব্যবস্থার বর্ণনায় কৌটিল্য ২৯২। বিন্দুসার ২৯৫—বিন্দুসার ও সমসাময়িক বৈদেশিক নৃপতিবর্গ ২৯৫, রাজত্বের স্থায়িত্বকাল ২৯৬। কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ও তাদের সম্ভাব্য তারিখ ২৯৬।

দ্বাদশ অধ্যায় : মহামতি অশোক ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ২৯৭—৩১৮

অশোকের অনুশাসন ২৯৭। অশোক ২৯৭—নাম ও উপাধি ২৯৮, প্রথম জীবন ২৯৮, কলিঙ্গ বিজয় ২৯৯, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ৩০০, অশোকের দৃষ্টিতে ধর্ম ৩০০, ধর্মপ্রচার ৩০৩, ধর্মপ্রচার অভিযানের মূল্যায়ন ৩০৪, অশোক ও বৌদ্ধধর্ম ৩০৪, অশোক ও কর্নাটক ৩০৬, শাসন-ব্যবস্থা ৩০৭, প্রশাসনিক সংস্কার ৩০৮, বৈদেশিক নীতি ৩১০, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ৩১১, ইতিহাসে অশোকের স্থান ৩১২, অশোকের শেষজীবন ৩১৪। অশোকোত্তর পর্ব ৩১৪। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৩১৫। কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ও তাদের সম্ভাব্য তারিখ ৩১৮।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : মৌর্যযুগে ভারতবর্ষ ৩১৯—৩৫৮

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৩১৯—রাজা ৩১৯, মন্ত্রী ও মন্ত্রি-পরিষৎ ৩২১, সমার্হতা ও সন্নিধাতা ৩২১, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও তাদের অধিকর্তা ৩২২, দূত ৩২৩, প্রাদেশিক প্রশাসন-ব্যবস্থা ৩২৩, এককেন্দ্রিক প্রশাসন (?) ৩২৪, জেলার প্রশাসন-ব্যবস্থা ৩২৬, স্থানীয় প্রশাসন ৩২৬, বিচার ও কারা বিভাগ ৩২৭, পৌর প্রশাসন ৩২৮, সমর-বিভাগ ৩২৮, মৌর্য প্রশাসনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ৩২৯। সমাজ-জীবন ৩২৯—মেগাস্থিনিস ও সমাজ-বিভাজন ৩২৯, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র ৩৩২, সমকালীন সাহিত্যে ও অনুশাসনে সমাজ ও রাষ্ট্র ৩৩৫। অর্থনৈতিক জীবন ৩৩৬—জমির মালিকানা ৩৩৬, উৎপাদন বৃদ্ধি ৩৩৭, কৃষি-অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ৩৩৮, গ্রামের চিত্র ৩৩৮, কৃষিজ ফলন ও অন্যান্য সামগ্রী ৩৩৯, দুর্ভিক্ষ ৩৩৯, কারিগরি শিল্প ৩৩৯, শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩৪১, ব্যবসা-বাণিজ্য ৩৪২, বণিক-সংগঠন ৩৪৪, ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ৩৪৪, অশোকোত্তর পর্বে অর্থনৈতিক অবস্থা ৩৪৬, মুদ্রা ৩৪৬, রাজস্ব ৩৪৬। মৌর্যযুগে ধর্মীয় জীবন ৩৪৭—জৈনধর্ম ৩৪৮, বৌদ্ধধর্ম ৩৪৮, আজীবিক ধর্ম ৩৫৩, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ৩৫৩। ভাষা ও সাহিত্য ৩৫৪। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ৩৫৪—স্থাপত্য ৩৫৫, ভাস্কর্য ৩৫৫, যক্ষ-যক্ষিণী ৩৫৭, লোকায়ত শিল্প ৩৫৭। মূল্যায়ন ৩৫৭।

চতুর্দশ অধ্যায় : শুঙ্গ-কাণ্ব যুগ ৩৫৯—৩৬৯

রাজনৈতিক ইতিহাস ৩৫৯—পুষ্যমিত্র ৩৫৯, পুষ্যমিত্রের উত্তরাধিকারিগণ ৩৬১, কাণ্ব রাজবংশ ৩৬২, শুঙ্গ-কাণ্ব রাজারা কি মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন? ৩৬৩। সামাজিক জীবন ৩৬৩। অর্থনৈতিক জীবন ৩৬৪। ধর্মীয় জীবন ৩৬৬। স্থাপত্য-ভাস্কর্য ৩৬৭। শুঙ্গ-কাণ্ব যুগের ভাষা ও সাহিত্য ৩৬৯। শুঙ্গ-কাণ্ব যুগের মূল্যায়ন ৩৬৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় : ভারতে ব্যাকট্রীয়-গ্রিক অধিপত্য ৩৭০—৩৮২

রাজনৈতিক বৃত্তান্ত ৩৭০—স্বাধীন ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ৩৭০, প্রথম ইউথিডেমোস ৩৭০, রাজা ডিমেট্রিয়াস ৩৭১, ডিমেট্রিয়াসের বংশধরগণের সঙ্গে ইউক্রেটাইডিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৩৭২, মিনান্ডার ও পরবর্তী গ্রিকরাজগণ ৩৭৪, গ্রিক প্রভুত্বের বিলোপ ৩৭৬। প্রশাসন-ব্যবস্থা ৩৭৭। অর্থনৈতিক জীবন ৩৭৭। গ্রিকদের সামাজিক জীবন ৩৭৯। ধর্মীয় জীবন ৩৮০। গ্রিক ভাস্কর্য ৩৮১। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গ্রিকদের অবদান ৩৮১।

ষোড়শ অধ্যায় : ভারতে শক-পহ্লব আধিপত্য ৩৮৩—৪০৪

রাজনৈতিক ইতিহাস ৩৮৩—শকদের আদি ইতিহাস ৩৮৩, শকরাজ মউয়েস ৩৮৩, পহ্লবরাজ ভোনোনেস ৩৮৪, স্পলহোর, স্পলগদম, স্পলিরিস ও প্রথম এজেস ৩৮৪, বিক্রমাব্দ ও শকাব্দ ৩৮৫, এজিলিস ৩৮৬, দ্বিতীয় এজেস ৩৮৬, পহ্লবরাজ গোন্ডোফারেস ৩৮৭, গোন্ডোফারেসের উত্তরাধিকারিগণ ৩৮৯, ক্ষত্রপ ভূমক ৩৮৯, ক্ষত্রপ নহপান ৩৮৯, কার্দমক চষ্টন ৩৯১, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামা ৩৯১, উত্তর পর্বের শক ক্ষত্রপ-মহাক্ষত্রপগণ ৩৯৩, পশ্চিমা ক্ষত্রপ আধিপত্যের বিলুপ্তি ৩৯৪। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৩৯৫। সামাজিক জীবন ৩৯৬। অর্থনৈতিক অবস্থা ৩৯৭—কৃষি-অর্থনীতি ৩৯৭, বহির্বাণিজ্য ৩৯৮, বণিক ও শিল্পীদের সংগঠন ৪০০, রাজস্ব ৪০০, জমির মালিকানা ৪০০। ধর্মীয় জীবন ৪০০। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ৪০২। প্রাকৃত ও সংস্কৃত সাহিত্য ৪০৩। শকদের অবদান ৪০৩। মূল্যায়ন ৪০৩।

সপ্তদশ অধ্যায় : কলিঙ্গের অভ্যুত্থান ও চেদি রাজবংশ ৪০৫—৪১২

প্রাচীন ওড়িশার বিভিন্ন নাম ৪০৫। প্রাক্-খারবেল পর্ব ৪০৫। মহারাজ খারবেল ৪০৬—রাজ্যজয় ৪০৬, সুশাসন ও প্রজানুরঞ্জন ৪০৮, জৈনধর্মের প্রসার ৪০৮, খারবেলের সময় ৪০৯। পরবর্তী চেদিরাজগণ ৪১০। চেদি রাজত্বের মূল্যায়ন ৪১১।

অষ্টাদশ অধ্যায় : সাতবাহন রাজবংশ ৪১৩—৪৩৪

বংশ পরিচয়, আদি নিবাস ও প্রতিষ্ঠাকাল ৪১৩। বংশের নামকরণ ৪১৩। সাতকর্ণি বা শাতকর্ণি পদের অর্থ ৪১৩। আদি নিবাস—অন্ধ্র বনাম মহারাষ্ট্র ৪১৩। প্রতিষ্ঠাকাল ৪১৫। জাতি-পরিচয় ৪১৬। রাজবৃত্তান্ত ৪১৭—প্রথম সাতকর্ণি ৪১৭, দুর্দিনের আবির্ভাব ৪১৮, সাতবাহন শক্তির অভ্যুত্থান ৪১৯, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ৪১৯, বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি ৪২১, পরবর্তী সাতবাহন রাজন্যবৃন্দ ৪২২, সাতবাহন রাজত্বের অবসান ৪২৩। প্রশাসন-ব্যবস্থা ৪২৩। সামাজিক জীবন ৪২৪। অর্থনৈতিক অবস্থা ৪২৫। ধর্মীয় জীবন ৪২৯। ভাষা ও সাহিত্য ৪৩১। স্থাপত্য-ভাস্কর্য ৪৩২।

ঊনবিংশ অধ্যায় : কুষাণ সাম্রাজ্য ৪৩৫—৪৬৫

রাজনৈতিক ইতিহাস ৪৩৫—আদি ইতিহাস ৪৩৫, মিআওস ৪৩৫, কিউ-সিউ-কিও বা কুজুল কদফিসেস ৪৩৬, বিম কদফিসেস ৪৩৬, প্রথম কণিষ্ক ৪৩৮—কণিষ্কের সময় ৪৩৮, রাজ্যের বিস্তার ৪৪১, প্রশাসনিক বিভাগ ৪৪২, চিন অভিযান ৪৪২, রাজধানী ও অন্যান্য শহর ৪৪২, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ৪৪২, বাসিষ্ক ৪৪৩, হুবিষ্ক ৪৪৪, দ্বিতীয় কণিষ্ক ৪৪৪, প্রথম বাসুদেব ৪৪৪, বাসুদেবোত্তর পর্ব ৪৪৪। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৪৪৫। সমাজ-জীবন ৪৪৭। অর্থনৈতিক অবস্থা ৪৪৯। কারিগরি শিল্প ৪৫০, ধর্মীয় জীবন ৪৫৫—বৌদ্ধধর্ম ৪৫৫, বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ৪৫৭, পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় ৪৫৮, ব্যূহবাদ ৪৫৮, অবতারবাদ ৪৫৯, বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি ৪৬০, নামকরণ ৪৬০, শিব-উপাসনা ৪৬০, শিব ও বিষ্ণুর অভেদত্ব ৪৬১, পাশুপত উপসম্প্রদায় ৪৬১, সূর্য ৪৬১, নাগ ৪৬১, লিঙ্গপূজা ৪৬১। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ৪৬২। ভাষা ও সাহিত্য ৪৬৩। উপসংহার ৪৬৪।

বিংশ অধ্যায় : কুষাণোত্তর পর্ব ৪৬৬—৪৭৭

রাজনৈতিক ইতিহাস ৪৬৬—ভারশিব রাজ্য ৪৬৬, মেঘ বা মঘ রাজ্য ৪৬৬, মগধ ৪৬৭, বিদিশা, মথুরা, কান্তিপুরী ও পদ্মাবতী ৪৬৮, পঞ্চাল ও জগৎগ্রাম ৪৬৮, যৌধেয় প্রজাতন্ত্র ৪৬৯, কুণিন্দ রাজ্য ৪৭০, মদ্র রাজ্য ৪৭০, আর্জুনায়ন গণরাজ্য ৪৭১, আভীর, কাক ইত্যাদি কয়েকটি গণরাজ্য ৪৭১, মালব গণরাজ্য ৪৭১, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ ৪৭২, কোটা ও গয়ার মৌখরি পরিবার ৪৭২, উত্তর-পশ্চিম ভারত ৪৭৩, গুজরাত ও সন্নিহিত অঞ্চল ৪৭৪। কুষাণোত্তর পর্বের তাৎপর্য ৪৭৪, রাজনৈতিক তাৎপর্য ৪৭৪, বিদেশিগণের ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া ৪৭৫, বিদেশিগণ কর্তৃক ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপুষ্টিসাধন ৪৭৫, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থান ৪৭৫, ভাষা ও সাহিত্য ৪৭৬।

একবিংশ অধ্যায় : শঙ্গম যুগ ৪৭৮—৪৯৩

ভূমিকা ৪৭৮। শঙ্গম সাহিত্য ৪৭৮—প্রথম শঙ্গম ৪৭৮, দ্বিতীয় শঙ্গম ৪৭৮, তৃতীয় শঙ্গম ৪৭৯, কালসীমা ৪৭৯, বর্ণনামূলক কবিতা-দশক ৪৭৯, অষ্ট সংকলন ৪৮০, অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতাগ্রন্থ ৪৮১, শঙ্গম সাহিত্যের সর্বজনীনতা ৪৮২। শঙ্গম যুগের রাজনৈতিক জীবন ৪৮২—চের রাজবংশ ৪৮২, চোল রাজবংশ ৪৮৩—করিকাল ৪৮৪ ; পাণ্ড্য রাজবংশ ৪৮৬। প্রশাসন-ব্যবস্থা ৪৮৭—রাজতান্ত্রিক প্রশাসন ৪৮৭, রাজা ৪৮৭, যুদ্ধবিগ্রহ ৪৮৭, সৈন্যবাহিনী ৪৮৮, শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ৪৮৮, সভা বা মনরম ৪৮৮, সমাজ-জীবন ৪৮৮—বহু-জাতিক সমাজ ৪৮৮, সমন্বিত সংস্কৃতি ৪৮৯, নারী ৪৮৯, বিবাহ ৪৯০, লোকাচার ৪৯০, মৃতদেহ সৎকার ৪৯০। অর্থনৈতিক জীবন ৪৯০—কৃষি ও শিল্প ৪৯০, অন্তর্বাণিজ্য ৪৯১, বহির্বাণিজ্য ৪৯১, রোমক মুদ্রা ও তার গুরুত্ব ৪৯২। ধর্মীয় জীবন ৪৯২—বৈদিক ধর্মের প্রভাব ৪৯২, বিভিন্ন দেব-দেবী ৪৯২, জীবন-দর্শন ৪৯২।

দ্বাবিংশ অধ্যায় : মধ্য এশিয়া, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ৪৯৪—৫০৯

ভূমিকা ৪৯৪। ভারতবর্ষ এবং মধ্য এশিয়া ও চিন ৪৯৪—মধ্য এশিয়া ও চিনে বৌদ্ধধর্মের সূচনাকাল ৪৯৫, স্থল ও জলপথ ৪৯৫, ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি কেন্দ্র ৪৯৬, আবিষ্কৃত পুঁথি

ও লেখ ৪৯৭, মধ্য এশিয়া ও চিনে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে ভারতীয় শ্রমণদের ভূমিকা ৪৯৮, মধ্য এশিয়া ও চিনে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে স্থানীয় শ্রমণদের ভূমিকা ৪৯৯, মধ্য এশিয় ও চিনা শ্রমণদের ভারত পরিদর্শন ৪৯৯, বৌদ্ধধর্মের প্রসারে মধ্য এশিয় ও চিনা রাজা-মহারাজদের ভূমিকা ৫০০। ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৫০২—ভারতবর্ষ ও মায়ানমার ৫০৩, ভারতবর্ষ ও মালয়েশিয়া ৫০৫, ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া ৫০৫, ভারতবর্ষ ও কামপুচিয়া ৫০৬, ভারতবর্ষ ও তাইল্যান্ড ৫০৭, ভারতবর্ষ ও ভিয়েতনাম ৫০৮। সাধারণ মন্তব্য ৫০৮।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : গুপ্তযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস ৫১০—৫৪০

ভূমিকা ৫১০। আদি ইতিহাস ৫১০। আদি গুপ্তরাজ্য ৫১০। মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৫১২। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ৫১৪—কাচ-সমস্যা ৫১৪, সমুদ্রগুপ্তের প্রথম আর্যাবর্ত অভিযান ৫১৫, সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত অভিযান ৫১৬, আর্যাবর্তে দ্বিতীয় অভিযান ৫১৭, সমুদ্রগুপ্ত এবং আটবিক, প্রত্যন্ত ও গণরাজ্য ৫১৮, সমুদ্রগুপ্তের পররাষ্ট্রনীতি ৫১৯, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ৫২০, বহুমুখী প্রতিভা ৫২০, মূল্যায়ন ৫২১। রামগুপ্ত-সমস্যা ৫২১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৫২৩—বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ৫২৩, গুজরাত অধিকার ৫২৪, রাজা চন্দ্র ও মেহরৌলী লৌহ স্তম্ভলেখ ৫২৪, গিলগিট লেখমালা ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৫২৫, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য ৫২৫, ফা শিয়েন ও মধ্যদেশ ৫২৫, গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী ৫২৬, মূল্যায়ন ৫২৭। প্রথম কুমারগুপ্ত ৫২৭—রাজ্য বিস্তার (?) ৫২৭, রাজ্যের আয়তন ৫২৮, পুষ্যমিত্র বা যুধ্যমিত্রদের অভিযান ৫২৮, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ৫২৯। স্কন্দগুপ্ত ৫২৯—রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব (?) ৫২৯, ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে জয়লাভ ৫৩০, হূণদের বিরুদ্ধে জয় ৫৩০, স্কন্দগুপ্ত ও পশ্চিম ভারত ৫৩১, রাজত্বের শেষপর্বে গুপ্তরাজ্যের আর্থিক অবস্থা ৫৩২। স্কন্দগুপ্ত-পরবর্তী গুপ্তরাজগণ ও সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ৫৩২—ভারতে দ্বিতীয় হূণ অভিযান ৫৩৪, ঔলিকর, মৌখরি ইত্যাদি নতুন শক্তির অভ্যুদয় ও তার প্রতিক্রিয়া ৫৩৬, সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৫৩৮।

চতুর্বিংশ অধ্যায় : গুপ্তযুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৫৪১—৫৪৯

রাজা ৫৪১—কর্তৃত্ব ও সীমাবদ্ধতা ৫৪১। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ৫৪৩। যুবরাজ ৫৪৪। রানি ৫৪৪। প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা ৫৪৪। জেলা-প্রশাসন ৫৪৫। গ্রাম-প্রশাসন ৫৪৭। সাধারণ মন্তব্য ৫৪৮।

নির্দেশিকা ৫৫১—৫৮৪

মানচিত্র ৫৮৫—৫৮৮

প্রাচীন ভারতবর্ষ ৫৮৫
পুরাপ্রস্তর পর্বের প্রত্নক্ষেত্র.৫৮৬
নবাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্র ৫৮৭
হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্র ৫৮৮

হাতিয়ার ও লিপি চিত্র ৫৮৯—৫৯৪

নিম্নপুরাপ্রস্তর উপপর্বের হাতিয়ার ৫৮৯
নিম্নপুরাপ্রস্তর ও মধ্যপুরাপ্রস্তর উপপর্বের হাতিয়ার ৫৯০
ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ৫৯১
মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপি ৫৯২
মৌর্যযুগের খরোষ্ঠী লিপি ৫৯৩
গুপ্তযুগের ব্রাহ্মী লিপি ৫৯৪